সমকাল

তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

বাল্যবিয়ে রোধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৩৭ নির্দেশনা

■ নাহিদ তন্ময়

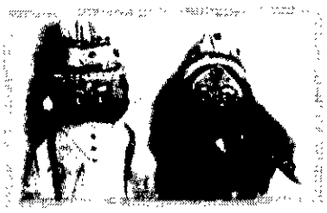

বাল্যবিয়ে রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৩৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বাল্যবিয়ে নিরোধ সংক্রান্ত এক সভা থেকে এসব নির্দেশনার কথা জানানো হয়। সভায় জানানো হয়, বাল্যবিয়ের সঙ্গে জড়িত সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা হবে। সাজা পাবেন কাজিও। কারণ কাজি বিয়ে না পড়ালেই বাল্যবিয়ে রোধ করা সম্ভব।

সভায় আরও বলা হয়, বিয়ে পড়ানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত ৫৫ হাজার ব্যক্তির একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। শিগগিরই তাদের প্রশিক্ষণ ও মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া কাবিননামায় বর-কনের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হবে।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাল্যবিবাহ নিরোধে ২০১৪ সালে 'গার্লস সামিটে' প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিয়ের হার শূন্য করতে হবে। ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বাল্যবিয়ে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়েমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা ও সহযোগিতা আবশ্যক।

নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য এরই মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, ধর্ম মন্ত্রণালয়/ইসলামিক ফাউন্ডেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট বাল্যবিয়ে রোধে কাজ করছে। ইউনিটের পরিচালক কামরুন নাহার সিদ্দীকা জানান, সাধারণত মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, ধর্মীয় শিক্ষক, মৌলভি, ঠাকুর, পুরোহিত, স্থানীয় মুরুব্বি, বিবাহ নিবন্ধকের সহকারীরা বিয়ে পড়িয়ে থাকেন। তারা যদি আপত্তি করেন তবে বাল্যবিয়ে বন্ধ করা সহজ। তাই যারা বিয়ে পড়ানোর সঙ্গে জড়িত থাকেন তাদের চিহ্নিত করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে জানিয়ে শিগগিরই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে তাদের মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে। সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৭৪ শতাংশ; আর ২০১৩ সালে সে হার এসে দাঁড়ায় ৫২

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বাল্যবিয়ে রোধে প্রধানমন্ত্রীর

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

শতাংশে। কোনোভাবে একটি বিয়ে পড়িয়ে দিলে তা বৈধ হওয়া, নিবন্ধন ছাড়া বিয়ের বৈধতা থাকা এবং এ ধরনের বিয়ে যারা পড়িয়ে থাকেন তারা তদারকি ও দায়বদ্ধতার মধ্যে না থাকায় এবং এসব ব্যক্তি বিয়ে সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত না থাকায় যেনতেন ধরনের বিয়ে পড়িয়ে থাকেন। অথচ যিনি বিয়ে পড়িয়ে থাকেন তার সহায়তা ছাড়া পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারও পক্ষেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বা শিশু বিবাহ নিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/সংস্থার আইনানুগ অবস্থান থেকে বাল্যবিয়ের জন্য চিহ্নিত এসব কারণ নিরসনে উদ্যোগী হলে এ হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাল্যবিয়ে পড়ানোর শাস্তি ও বিবাহ নিবন্ধনে তার দায়িত্ব কী, তা নির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা, বিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে জারিকৃত পরিপত্রের সুষ্ঠু মনিটরিংয়ের জন্য এটি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের চেকলিস্টভুক্ত করে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং মডিউলে আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলি অন্তর্ভুক্ত করে তা শিক্ষকদের জানানো; শিশু বিবাহের ফলে যেন কোনো ছাত্রী ঝরে পড়তে না পারে সে জন্য শিক্ষকদের সচেতন করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া বাল্যবিয়ে নিরোধ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীতা তুলে ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তথ্যচিত্র/অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখা, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাল্যবিয়ের বিপক্ষে প্রচারের জন্য কোনো তথ্যচিত্র বা বিজ্ঞাপন তৈরি করলে তা বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা, যৌন হয়রানি বন্ধসহ শিশু-কিশোরীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত সব সংস্থাকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; অসহায় দরিদ্র ও বাল্যবিয়ের শিকার হতে পারে এমন শিশুদের সুরক্ষা দিতে হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।